

সাপ্তাহিক সূনাতে ভরা ইজতিমার
সূনাতে ভরা বয়ান

সময়ের গুরুত্ব দিন

(সময় নষ্টকারী কতিপয় কাজ)

(Bangla)

9 - March - 2017

সময়ের গুরুত্ব দিন

(সময় নষ্টকারী কতিপয় কাজ)

সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার সুন্নাতে ভরা বয়ান

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ ط
 أَمَا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ط بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ط
 الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَعَلَى أهلكِ وَأَصْحَابِكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ
 الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ وَعَلَى أهلكِ وَأَصْحَابِكَ يَا نُوْرَ اللَّهِ
 نَوَيْتُ سُنَّتَ الْإِعْتِكَافِ

(অর্থাৎ আমি সূন্নাত ইতিকাহের নিয়্যত করলাম।)

যখনই মসজিদে প্রবেশ করবেন, মনে করে নফল ইতিকাহের নিয়্যত করে
 নিন। কেননা, যতক্ষণ মসজিদে থাকবেন, নফল ইতিকাহের সাওয়াব অর্জিত হতে
 থাকবে এবং সাধারণভাবে মসজিদে খাওয়া-দাওয়াও জাযিয় হয়ে যাবে।

দরুদ শরীফের ফযীলত

বর্ণিত রয়েছে: “যখন কোন বৈঠকে (অর্থাৎ মানুষের সাথে) বসবে তখন
 বলবে: “بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ” আল্লাহ্ তাআলা তোমাদের
 উপর একজন ফিরিশতা নিয়োগ করবেন, যে তোমাদেরকে গীবত করা থেকে বিরত
 রাখবে আর যখন বৈঠক থেকে উঠবে তখন বলবে: “بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَ صَلَّى اللَّهُ
 تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ” তবে ফিরিশতা তোমাদের গীবত করা থেকে মানুষকে বিরত রাখবে।”

(আল কওলুল বদী, দ্বিতীয় অধ্যায়, পৃষ্ঠা ২৭৮)

আগর ছে হে বে হদ কুসুর, তুম হো আফউ ও গাফুর,

বখশ দো জুরম ও খতা, তুম পে কড়োরৌ দুরুদ। (হাদায়িকে বখশীশ, ২৬৬ পৃষ্ঠা)

পংক্তিটির সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা:

ইয়া রাসূলাল্লাহ্! صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ! যদিও আমার গুনাহ অনেক বেশি,
 কিন্তু তো অনেক নিষ্কৃত প্রদানকারী এবং গুনাহ ক্ষমাকারী, আমার গুনাহ এবং ভুল-
 ভ্রান্তিগুলো ক্ষমা দিন, আল্লাহ্ তাআলা আপনার প্রতি কোটি কোটি দরুদ ও সালাম
 অবতীর্ণ করুন।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সাওয়াব অর্জনের উদ্দেশ্যে বয়ান শ্রবণ করার পূর্বে কিছু ভাল ভাল নিয়্যত করে নিই। ফরমানে মুস্তফা صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ হচ্ছে: “نِيَّةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِهِ” মুসলমানের নিয়্যত তার আমল অপেক্ষা উত্তম।

(মু'জামুল কাবীর, সাহাল বিন সা'আদ, ৬/১৮৫, হাদীস নং-৫৯৪২)

দুটি মাদানী ফুল:

- (১) ভাল নিয়্যত ছাড়া কোন উত্তম আমলের সাওয়াব পাওয়া যায় না।
- (২) ভাল নিয়্যত যত বেশি হবে, সাওয়াবও তত বেশি পাওয়া যাবে।

বয়ান শ্রবণ করার নিয়্যত সমূহ

* দৃষ্টিকে নত রেখে গভীর মনোযোগ সহকারে বয়ান শ্রবণ করবো।
 * হেলান দিয়ে বসার পরিবর্তে ইলমে দ্বীনের সম্মানার্থে যতক্ষণ সম্ভব দু'জানু হয়ে বসবো। * প্রয়োজনে সামনে এগিয়ে অন্যদের জন্য জায়গা প্রসারিত করবো।
 * ধাক্কা ইত্যাদি লাগলে ধৈর্যধারণ করবো, ধমকানো, ঝগড়া করা বা বিশৃংখলা করা থেকে বেঁচে থাকবো। * اَذْكُرِ اللهُ!، صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! ইত্যাদি শুনে সাওয়াব অর্জন এবং আওয়াজ প্রদানকারীর মনতুষ্টির জন্য উচ্চস্বরে উত্তর প্রদান করবো। * বয়ানের পর নিজে আগে এসে সালাম ও মুসাফাহা এবং ইনফিরাদী কৌশিশ করবো।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ৮২৬ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব “কু'তুল কুলুব” এর ৪৭৪ পৃষ্ঠা থেকে একটি শিক্ষামূলক কাহিনী শ্রবণ করুন এবং এর থেকে অর্জিত মাদানী ফুলের সুবাশিত সুগন্ধি দ্বারা নিজের অন্তরের মাদানী পুষ্পস্তবককেও সাজানোর চেষ্টা করুন।

উদাসীনতার ঘুম এবং জীবনের ধবংসলীলা

কোন এক মূর্খ ব্যক্তি এক হাকীমকে বললো: আমাকে এমন কোন বস্তুর গুণাবলী বর্ণনা করুন, যা ব্যবহার করলে আমি দিনের বেলায়ও ঘুমিয়ে থাকবো।

হাকীম বললো: হে অমুক! তুমি কতইনা বোকা! তোমার জীবনের অর্ধেক তো এমনিতেই (রাতে উদাসীনভাবে) ঘুমে কেটে যাচ্ছে, অথচ ঘুম হচ্ছে মৃত্যুর অপর নাম এবং এবার তুমি নিজের জীবনের (চার ভাগের) তৃতীয়াংশকেই আরো ঘুমে কাটাতে চাও আর শুধুমাত্র এক অংশই জীবন? তখন সেই লোকটি জিজ্ঞাসা করলো: তা কিভাবে? অতঃপর সেই হাকীম বললো: যেমন ধরো, তোমার বয়স ৪০ বছর, তবে এর অর্ধেক ২০ বছর হলো এবং তুমি একেও আবার ১০ বছর বানাতে চাও। (অর্থাৎ যদি দিনেও আরো ঘুমাও তবে আরো ১০ বছর কমে যাবে এবং তোমার নিকট আখিরাতের পাথেয় জমা করার জন্য শুধুমাত্র ১০ বছরই অবশিষ্ট থাকবে, সুতরাং অধিক ঘুমানোর ইচ্ছা মন থেকে বের করে দাও।)

(কু'তুল কুলুব, ২৭তম অধ্যায়, ১/৪৭৪, সংক্ষেপিত)

সায়িদী আ'লা হযরত, ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ খেলাধূলায় মূল্যবান সময়কে নষ্টকারী এবং রাতভর উদাসীনতায় ঘুমানো ব্যক্তিদের যেন জাগ্রত হওয়ার বার্তা দিতে গিয়ে কিছুটা এইরূপ বুঝাচ্ছেন:

দিন লাহও মে খো'না তুঝে শব সুবহে তক সো'না তুঝে,

শরমে নবী খওফে খোদা ইয়ে ভি নেহী ওহ ভি নেহী। (হাদিসকে বখশীশ, ১১১ পৃষ্ঠা)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! সেই জ্ঞানী ব্যক্তিটি অধিক ঘুমানোর আকাঙ্ক্ষী লোকটিকে কিরূপ উত্তম পদ্ধতীতে সংশোধন করেছেন এবং তাকে আখিরাতের চিন্তার কিরূপ মানসিকতা দেয়ার চেষ্টা করেছেন, বর্ণনাকৃত ঘটনাটি বিশেষকরে সেই সব মূর্খ বোকা লোকদের জন্য শিক্ষার বিষয় রয়েছে যে, যাদের রাত দিনের অধিকাংশ সময়ই শুধুমাত্র ঘুমে অথবা অসুস্থ রোগীর ন্যায় বিছানায় পড়ে থাকতেই কেটে যায়। এমন লোকদের না তো নামাযের হুঁশ থাকে না পরিবারের হকের পরওয়া। মনে রাখবেন! বিনা কারণে অধিক ঘুমানো এমন এক মন্দ স্বভাব, যা সময়ের খুবই অপচয়ের পাশাপাশি দুনিয়া ও আখিরাতে অপমান ও অপদস্ততার কারণ।

সায়্যিদুল মুবাল্লিগীন, রাহমাতুল্লিল আলামিন, হযর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: হযরত সায়্যিদুনা সূলাইমান বিন দাউদ عَلَى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ السَّلَامُ কে তাঁর সম্মানিতা মা رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا বললেন: হে আমার বৎস! রাতে বেশিক্ষণ ঘুমাইও না। কেননা, রাতে বেশি ঘুমানো, মানুষকে কিয়ামতের দিন ফকীর বানিয়ে দেয়।

(ইবনে মাজাহ, কিতাব ইকামাতুস সালাত, বাবু মা'জা ফি কিয়ামিল লাইল, ২/১২৫, হাদীস নং-১৩৩২)

শায়খুল মুহাদ্দীস হযরত আল্লামা আব্দুল মুস্তফা আযমী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ বলেন: সকল বুয়ুর্গরা এরূপ বলেছেন যে, তিনটি অভ্যাসকে অবশ্যই আর্কড়ে ধরো। কম কথা বলা, কম ঘুমানো, কম খাওয়া। কেননা, বেশি কথা বলা, বেশি ঘুমানো, বেশি খাওয়া এই অভ্যাস সমূহ খুবই নিকৃষ্ট এবং এই অভ্যাসের কারণে মানুষ দীন ও দুনিয়ায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়। (জান্নাতী জেওর, ১২৫ পৃষ্ঠা)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সময় হচ্ছে আল্লাহ্ তাআলার এমন এক নিয়ামত, যা সকলেরই সমপরিমাণ অর্জিত হয়। এমন নয় যে, গরীবদের জন্য দিন রাতে ডবল বার (২৪) ঘন্টা আর ধনীদের জন্য সাতাইশ (২৭) ঘন্টা, বরং আল্লাহ্ তাআলা সকলের জন্যই দিন এবং রাতের আদলে ডবল বার (অর্থাৎ ২৪) ঘন্টাই দান করেন। এবার দেখার বিষয় হলো যে, কে এই সময়ের গুরুত্ব দেয় এবং কে নষ্ট করে দেয়? কেননা, অতি শীঘ্রই এই নশ্বর জীবনের পথচলা শেষ হয়েই যাবে। যেমনিভাবে

আদম সন্তানের ঠিকানা

হযরত সায়্যিদুনা ইমাম হাসান বসরী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ বলতেন: হে আদম সন্তান! তুমি বিভিন্ন ধাপের সমষ্টি, যখনই তোমার কাছ থেকে রাত বা দিন অতিবাহিত হয়ে যায়, তবে তোমার একটি ধাপ শেষ হয়ে যায় এবং যখন তোমার সকল ধাপ শেষ হয়ে যাবে, তবে নিজের গন্তব্য অর্থাৎ জান্নাত বা জাহান্নাম পর্যন্ত পৌঁছে যাবে। (কু'তুল কুলুব, ২৮তম অধ্যায়, ১ম খন্ড, ১৮৭ পৃষ্ঠা আরবী)

মাহশার মে হিসাব আহ! মে দেয় হি না সাকোঙ্গা,

রহমত না হোয়ী হোগা জাহান্নাম মে ঠিকানা। (ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৩৫৪ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সময়ের গুরুত্ব দ্বারা কি উদ্দেশ্য? সময়ের গুরুত্ব কিভাবে দেয়া যায়? আসুন! তা কুরআনে পাকের এই আয়াতে মোবারাকা দ্বারা বুঝার চেষ্টা করি। যেমনটি পারা ৩০, সূরা আসর এর ১ থেকে ৩ নং আয়াতে আল্লাহ তাআলার ইরশাদ হচ্ছে:

وَالْعَصْرِ ﴿١﴾ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ﴿٢﴾
 إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَ
 تَوَصَّوْا بِالْحَقِّ وَتَوَصَّوْا بِالصَّبْرِ ﴿٣﴾
 (পারা ৩০, সূরা আসর, আয়াত ১,২,৩)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: ওই মাহবুবের যুগের শপথ, নিশ্চয় মানুষ অবশ্য ক্ষতির মধ্যে রয়েছে, কিন্তু (তারা নয়) যারা ঈমান এনেছে ও সৎকাজ করেছে এবং একে অপরকে সত্যের জন্য জোর দিয়েছে আর একে অপরকে ধৈর্যধারণের উপদেশ দিয়েছে।

প্রসিদ্ধ মুফাসসীর, হাকীমুল উম্মত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন নঈমী **رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ** বলেন: (মানুষ) তার মূল পুঁজি (অর্থাৎ) বয়সকে কুফর, গুনাহ, উদাসীনতা, দুনিয়ার আকাঙ্ক্ষা, খেলাধূলায় নষ্ট করছে, একে আখিরাতকে উত্তম বানানোর উপায় বানালো না। মানুষ হলো ব্যবসায়ী, জীবন হলো তার দোকান এবং আমল হলো দোকানের সদায়, যদি (আমল সমূহ) ভাল হয়, তবে তার ক্রেতা হলো রব (আল্লাহ) তাআলা এবং জান্নাত হলো তার মূল্য। যদি মন্দ হয়, তবে শয়তান হলো তার ক্রেতা এবং দোযখ হলো তার মূল্য, যেমন সদায় তেমন ক্রেতা।

(মুরুল ইরফান, পারা ৩০, আল আসর, ২ নং আয়াতের পাদটিকা, ৯৯৪ পৃষ্ঠা)

বয়স ও বরফে সাদৃশ্য

ইমাম ফখরুদ্দিন রাযী **رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ** এক বুয়ুর্গ **رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ** এর বাণী উদ্ধৃত করেন: আমি সূরা আসরের মর্মার্থ একজন বরফ বিক্রেতাকে দেখে বুঝেছি, যে বাজারে এইরূপ বলছিলো: সেই ব্যক্তির উপর দয়া করুন, যার বিনিয়োগ গলে যাচ্ছে। সেই ব্যক্তির উপর দয়া করুন, যার বিনিয়োগ গলে যাচ্ছে। তার এই কথা শুনে আমি বললাম: এটাই হচ্ছে “إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ﴿١﴾” (কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: নিশ্চয় মানুষ অবশ্য ক্ষতির মধ্যে রয়েছে) এর মর্মার্থ। (তিনি আরো বলেন) সুতরাং যার জীবন নিষ্ফল অতিবাহিত হয়, তবে এরূপ ব্যক্তি ক্ষতির সম্মুখিন হবে।

(ভাফসীরে কবীর, পারা ৩০, সূরা আসর, ১ নং আয়াতের পাদটিকা, ৩২তম অংশ, ১১/২৭৮)

হয়ী জা'তী হে হায় ওমর যা'য়ে জানতা হৌঁ মে,
নেহী আয়েগা হারগীয ওয়াজ্ঞ গুযরা ইয়া রাসূলাল্লাহ্!

(ওয়সায়িলে বখশীশ, ৩৪৬ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শুনলেন তো! আমাদের জীবন বরং প্রতিটি মুহূর্ত কতই মূল্যবান এবং জীবনের এই সংক্ষিপ্ত পথচলা কিরূপ দ্রুতগতিতে কেটে যাচ্ছে। সুতরাং বুদ্ধিমান সেই, যে এই নশ্বর দুনিয়ার ধোকায় পতিত না হওয়া, স্বর্ণ ও অলঙ্কারের চেয়েও মূল্যবান মুহূর্তের অবমূল্যায়ন না করা, তাকওয়া ও পরহেযগারী অবলম্বন করা, নিজের রাত ও দিনকে অহেতুকতা এবং দুনিয়ার আরাম আয়েশে নষ্ট না করা। যেই কাজ করার জন্য শরীয়াত আদেশ করেছে, তা পালন করতে কখনোই অলসতা প্রদর্শন না করা, যদিও নফস অলসতা দেয়, তবে নফসকে খুবই কড়া শাসন করার অভ্যাস গড়া এবং যে সকল কাজ না করার জন্য শরীয়াত আদেশ করেছে তা থেকে বিরত থাকতে “যদি-কিছ” “যেহেত-সেহেতু” ইত্যাদি অবলম্বন করার পরিবর্তে এক মুহূর্তও দেরী না করা। কেননা, যদি আমরা এই নশ্বর দুনিয়ার রং তামাশায় ডুবে থাকি, শুধুমাত্র দুনিয়াবী ভবিষ্যত সাজাতেই আমাদের মূল্যবান দিন সমূহ উদাসীনতায় অতিবাহিত হয়ে যায় এবং মৃত্যু দূত (ফিরিশতা) এসে পৌঁছে যায়, তবে আল্লাহ্ তাআলার শপথ! একবার **سُبْحَانَ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ** বলারও অবকাশ দেয়া হবে না। আসুন! এপ্রসঙ্গে একটি শিক্ষণীয় কাহিনী শ্রবণ করি:

সম্পদ বন্টন করারও অবকাশ পাওয়া গেলো না

দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ৪১৭ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব “ইহইয়াউল উলুম কা খোলাসা” এর ৩৮৯ পৃষ্ঠায় বর্ণিত রয়েছে; হযরত সায়্যিদুনা আবু বকর বিন আব্দুল্লাহ্ মুযনী **رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ** বলেন: বনী ইসরাঈলের এক ব্যক্তি সম্পদ জমা করলো। যখন তার মৃত্যুর সময় নিকটবর্তী হলো তখন সন্তানদের বলতে লাগলো: আমাকে আমার বিভিন্ন সম্পদগুলো দেখাও, তার নিকট অনেক ঘোড়া, উট এবং গোলাম আনা হলো। যখন সে তাদের দিকে তাকালো তখন আফসোসের সহকারে কাঁদতে লাগলো। মালাকুল মউত **عَلَيْهِ السَّلَام** তাকে কাঁদতে দেখে বললেন: কেন কাঁদছো? সেই স্বত্তার শপথ! যে তোমাকে এসব কিছু দিয়েছেন!

যতক্ষণ আমি তোমার রুহ এবং দেহকে একে অপরের থেকে আলাদা করে দিব না, এখান থেকে যাবো না। সে বললো: আমাকে কিছুটা অবকাশ দিন, যেন আমি এই সম্পদ বন্টন করে দিতে পারি। ফিরিশতা বললো: এখন তুমি কোন অবকাশ পাবে না, তুমি এই কাজ তোমার মৃত্যু আসার পূর্বে কেন করোনি। অতঃপর মালাকুত মউত **عَلَيْهِ السَّلَام** তার রুহ কবয় করে নিলো।

বে ওয়াফা দুনিয়া পে মাত কর এতেবার,
মউত আ'কর হি রাহেগী ইয়াদ রাখ!
তেরী ভা'কত তেরা ফন ওহদা তেরা,
কবরলে তাওবা রব কি রহমত হে বড়ি,

তু আচানক মউত কা হোগা শিকার।
জান জা'কর হি রাহিগী ইয়াদ রাখ!
কুচ না কাম আয়েগা সরমায়া তেরা।
কবর মে ওয়ারনা সাজা হোগী কড়ি।

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৮১১-৮১২ পৃষ্ঠা)

صَلُّوا عَلَيَّ الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيَّ مُحَمَّدٍ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বর্ণনাকৃত কাহিনীতে বিশেষকরে সেই সব উদাসীনদের জন্য শিক্ষার মাদানী ফুল বিদ্যমান যে, যাদের নিকট সম্পদের অভাব নেই, কিন্তু তারপরও তারা এতে আরো বৃদ্ধির জন্য জীবন বাজি দিয়ে দেয়। লাখ, কোটি বরঞ্চ শত কোটি টাকা উপার্জন করে এবং অনেক জায়গা জমির মালিক হয়েও মন ভরে না, সম্পদের এমন লোভ যে, কমানোর পরিবর্তে আরো বৃদ্ধি করেই চলে। মনে রাখবেন! সম্পদ জমা করা মন্দ কাজ নয়, সেই সম্পদ মন্দ, যাতে ওয়াজিব হক (যেমন যাকাত, ফিতরা ইত্যাদি) আদায় করা হয় না, সেই সম্পদ মন্দ, যা আমাদেরকে শরীয়াতে আহকাম পালন, মৃত্যু, কবর ও হাশরের বিষয়াদি, উত্তম আমল ও সৎ সঙ্গ থেকে উদাসীন করে রাখে। সুতরাং সময়ের গুরুত্বকে বুঝার চেষ্টা করুন এবং প্রয়োজন অনুযায়ী হালাল রিযিক জমা করুন। কেননা, জীবন বারবার পাওয়া যায় না, সেই সকল হাদীস শরীফ ও রেওয়াজেতগুলো মনের মাঝে গাঁথে রাখুন যে, যাতে সময়ের গুরুত্ব সম্পর্কে পথনির্দেশনা দেয়া আছে। আসুন! উৎসাহ গ্রহণার্থে সময়ের গুরুত্ব সম্পর্কে প্রিয় মুস্তফা **صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** এর কিছু হাদীস শরীফ শ্রবণ করি:

১. “দু’টি নিয়ামত এমন, যেগুলো সম্পর্কে অনেক লোক ধোকায় রয়েছে, (১) স্বাস্থ্য এবং (২) আরাম।” (বুখারী, কিতাবুর রিকাক, বাবু মা’জা ফির রিকাক..., ৪/২২২, হাদীস নং-৬৪১২)

২. “পাঁচটি বিষয়কে পাঁচটি বিষয়ের পূর্বে গণিত মনে করো: (১) যৌবনকে বৃদ্ধকালের পূর্বে, (২) সুস্বাস্থ্যকে অসুস্থতার পূর্বে, (৩) ধন-দৌলতকে অভাবের পূর্বে, (৪) অবসরকে ব্যস্ততার পূর্বে এবং (৫) জীবনকে মৃত্যুর পূর্বে।”

(মুসতাদিরিক, কিতাবুর রিকাক, ৫/৪৩৫, হাদীস নং-৭৯১৬)

৩. “প্রত্যেহ সূর্য যখন উদিত হয়, তখন সেই “দিন” এটি ঘোষণা করে যে, যদি আজ কোন ভাল কাজ করার থাকে তবে করে নাও। কেননা, আজকে পর আমি আর কখনো ফিরে আসবো না।”

(গুয়াবুল ঈমান, বাবু ফিস সিয়াম, মাজা ফি লাইলাতুন নিসফুশ শা'বান, ৩/৩৮৬, হাদীস নং-৩৮৪০)

চন্দ রোযা হে ইয়ে দুনিয়া কি বাহার,	দিল লাগা ইস সে না গাফিল যি নাহার।
ওমর আপনি উয়ু না গাফলত মে গুয়ার,	হুশিয়ার এয়্য মাহতে গাফলত হুশিয়ার।
এক দিন মরনা হে আখির মউত হে,	কর লে জু করনা হে আখির মউত হে।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বর্ণনাকৃত বিভিন্ন হাদীসে মোবারাকা শুনে বিশেষকরে সেই লোকদের উদাসীনতার ঘুম থেকে জাগ্রত হওয়া উচিত, যারা ঘন্টার পর ঘন্টা হোটেলে, অহেতুক বৈঠকে, পার্কে, সংমিশ্রিত বিনোদন স্পটে (অর্থাৎ এমন বিনোদন পার্ক যেখানে পরপুরুষ এবং পরনারী একত্র হয়, নির্লজ্জতার মাধ্যমে গুনাহের ভয়াবহতা ছড়ায়, (الْمَأْتِئَةُ وَالْحَفِيظُ), পত্রিকা পাঠে, বারবার আয়না দেখে, সিনেমা নাটক বা মিউজিক্যাল প্রোগ্রাম দেখে ও শুনে, দেশীয় ও রাজনৈতিক অবস্থা এবং ম্যাচ নিয়ে আলোচনা করে, ক্রিকেট বা ফুটবল খেলে, দেখে বা এর বিস্তারিত শুনে, মোবাইল বা কম্পিউটারে গেইমস খেলে, নাইট প্যাকেজের মাধ্যমে পরনারীর সাথে ফোনে কথা বলে এবং সোস্যাল মিডিয়া অযথা ও গুনাহে ভরা ব্যবহার করে সময়ের এই নেয়ামতকে নষ্ট করে দেয় এবং যেন দুনিয়া ও আখিরাতে দুঃখ ও লজ্জার উপায় বানায়, অথচ যদি এই সময়কে নামায, রোযা, যিকির ও দরুদ, তিলাওয়াত, হামদ ও নাত, পিতা মাতার সেবা শুশ্রূষা, নেকীর দাওয়াত, কবর ও আখিরাতে বিষয়ে প্রস্তুতি, সন্তানের শিক্ষাদান এবং জ্ঞানার্জনের মতো নেক কাজে অতিবাহিত করতো, তবে নিঃসন্দেহে দুনিয়া ও আখিরাতে এর বরকত অর্জিত হতো, কিন্তু আহ!

সময়ের মহান গুণগ্রাহী, আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রযা رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ আল্লাহ তাআলার স্মরণের দিকে মনযোগ আকৃষ্ট করতে গিয়ে কতইনা সুন্দরভাবে মাদানী ফুল দিচ্ছেন:

রিযকে খোদা খায়া কিয়া, ফরমানে হক টালা কিয়া,
শুকরে করম তরসে জযা, ইয়ে ভি নেহী ওহ ভি নেহী। (হাদায়িকে বখশীশ, ১১১ পৃষ্ঠা)

পংক্তিটির সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা:

হে আল্লাহর বান্দা! তুমি তাঁর দেয়া রিযিক খেয়ে থাকো, তারপরও তাঁর আহকামের উপর আমল করো না, তোমার মাঝে না তাঁর নেয়ামতের কৃতজ্ঞতা আদায়ের চেতনা সৃষ্টি হচ্ছে আর না তুমি তাঁর আযাবের ভয় করছো।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মনে রাখবেন! সময় আল্লাহ তাআলার এক আজিমুশান নেয়ামত, কিয়ামতের দিন যেভাবে বান্দার নিকট বিভিন্ন নেয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে, ঠিক তেমনি সময়ের সম্পর্কেও জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে এবং এটা জিজ্ঞাসা করা হবে যে, জীবন কোন কাজে ব্যয় করেছো। যেমনিভাবে- পারা ৩০ সূরা তাকাসুর এর ৮ নং আয়াতে আল্লাহ তাআলার মহান ইরশাদ হচ্ছে:

ثُمَّ لَتَسْأَلَنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ ﴿١﴾

(পারা ৩০, সূরা তাকাসুর, আয়াত ৮)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: অতঃপর নিশ্চয় নিশ্চয় সেদিন তোমাদেরকে নিয়ামত সমূহ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে।

সদরুল আফাযিল হযরত আল্লামা মাওলানা মুফতী সৈয়দ মুহাম্মদ নাজিমুদ্দিন মুরাদাবাদী رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ এই পবিত্র আয়াতের পাদটিকায় বলেন: (সেই নেয়ামত) যা আল্লাহ তাআলা তোমাকে দান করেছেন (যেমন) সুস্বাস্থ্য, অবকাশ, নিরাপত্তা, আরাম ও সম্পদ ইত্যাদি, যা দ্বারা দুনিয়ায় স্বাদ গ্রহণ করতে। জিজ্ঞাসা করা হবে: এই নেয়ামতগুলো কোন কাজে ব্যয় করেছো, এর কিরূপ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেছো? এবং অকৃতজ্ঞতার জন্য আযাব দেয়া হবে।

তাজেদারে রিসালাত, মাহবুবে রাব্বুল ইয্যত, হযর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: কিয়ামতের দিন বান্দা ততক্ষণ পর্যন্ত কদম উঠাতে পারবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত তাকে পাঁচটি বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে না: (১) জীবন কোন কাজে ব্যয় করেছে? (২) যৌবন কিভাবে অতিবাহিত করেছে? (৩) সম্পদ কোথা হতে অর্জন করেছে? (৪) কোথায় খরচ করেছে? এবং (৫) নিজের জ্ঞান অনুযায়ী কতটুকু আমল করেছে? (তিরমিযী, কিতাবুল সিয়ফতুল কিয়ামাহ..., বাবু ফিল কিয়ামাতি, ৪/১৮৮, হাদীস নং-২৪২৪)

সময়ের মহান গুণগ্রাহী, শাহাজাদায়ে আ'লা হযরত, মুফতীয়ে আযম ভারত মাওলানা মুহাম্মদ মুস্তফা রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ তাঁর একটি কালামে নিজেকে উদ্দেশ্য করে এবং আমাদের মনযোগ আকৃষ্ট করে বলেন:

রিয়াযত কে এহি দিন হে বুড়া পে মে কাহাঁ হিম্মত,
জ্বু কুহ করনা হে আব করলো আভি নুরী জওয়াঁ তুম হো। (সামানে বখশীশ, ১৪৩ পৃষ্ঠা)
صَلُّوْا عَلَيَّ الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيَّ مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! “সময়” শব্দটিতে সাধারণত তিনটি অক্ষর রয়েছে, কিন্তু বাস্তবতা হলো এটি অনেক বড় মূল্যবান জিনিস, সময়কে না কেউ কিনতে পারে এবং না একে সংরক্ষণ করতে পারে, এটি এমন এক মুসাফির যা বিরতিহীনভাবে নিজের পথচলা অব্যাহত রেখেছে, যা কোথাও বিরতি গ্রহণ করে না এবং সকল মানুষ থেকে বেপরওয়া হয়ে নিজের অভিষ্ট লক্ষ্যের দিকে বলিষ্ঠ প্রদক্ষেপে প্রবাহমান থাকে, সম্প্রদায়ের উন্নতি এবং অবনতিতে সময়ের অবদান অনেক গুরুত্ব বহন করে। যে সম্প্রদায় সময়ের মূল্য দিয়েছে এবং সকাল সন্ধ্যাকে সময়ের অনুসারী বানিয়ে নেয়, তবে উন্নতি স্বয়ং অগ্রগামী হয়ে তাদের স্বাগতম জানায়, এর বিপরীত যে সম্প্রদায় সময়কে গুরুত্বহীন মনে করে অযথা অতিবাহিত করে দেয়, তবে এরূপ সম্প্রদায় গোলামীর জীবন অতিবাহিত করে, সময়কে নষ্ট করা তাদেরকে অপমান ও অপদস্থতার অতল গহ্বরে এমনভাবে ঠেলে দেয় যে, তাদের নাম গন্ধও আর থাকে না, সময়ের বিষয়ে যদি আমরা নিজের জীবন এবং আল্লাহ্ তাআলার নেক বান্দাদের জীবনী সমূহের সাথে তুলনা করি, তবে আমাদের এবং তাঁদের মাঝে জীবনের স্পষ্ট

পার্থক্য দেখে সম্ভবত আমরা আফসোস ও লজ্জার সাগরে ডুবে যাবো। কেননা, এই মহান ব্যক্তিত্বেরা টাইম পাস (Time pass) করায় অভ্যস্ত ছিলো না, বরং তাঁদের মন ও মননে সময়ের গুরুত্ব পরিপূর্ণভাবে ভরা ছিলো। মৃত্যুর সময়ে মানুষের উপর যা ঘটে, তা মৃত্যু পথযাত্রীই জানে, কিন্তু আল্লাহ্‌ওয়ালারা সেই অস্তিম মুহুর্তেও সময়ের গুরুত্ব থেকে উদাসীন হন না, বরং তাঁরা শেষ মুহুর্তেও নেকীতে অতিবাহিত করতে চায়। আসুন! এপ্রসঙ্গে একটি ঈমান তাজাকারী কাহিনী শ্রবণ করি এবং সময়ের গুরুত্ব ও মূল্যকে অনুধাবন করার চেষ্টা করি, আল্লাহ্‌ তাআলা তাঁদের সদকায় আমাদেরও সময়ের গুরুত্বদানকারী বানান।

এখনই সময়

হযরত সাযিয়দুনা আহমদ বিন মুহাম্মদ বিন যিয়াদ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ থেকে বর্ণিত: হযরত সাযিয়দুনা আবু বকর আত্তার رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ কে এরূপ বলতে শুনেছি: যখন হযরত সাযিয়দুনা আবু কাসিম জুনাইদ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ এর ইস্তিকালের সময় হলো, তখন আমি এবং আমার কয়েকজন বন্ধু সেখানে উপস্থিত ছিলাম, আমরা দেখলাম যে, ইস্তিকালের কিছুক্ষণ পূর্বে দুর্বলতার কারণে তিনি رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ বসে নামায পড়ছিলেন, তাঁর দুটি পা ফুঁলে গিয়েছিলো। যখন রুকু ও সিজদা করতো তখন একটি পা মুড়িয়ে নিতেন, যার কারণে অনেক কষ্ট ও পেরেশানী ভোগ করতেন। বন্ধুরা এই অবস্থা দেখে বললো: হে আবুল কাসিম رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ! এটি কি? আপনার পা ফুঁলে আছে কেন? বললেন: اللَّهُ أَكْبَرُ এটি তো নেয়ামত। হযরত সাযিয়দুনা আবু মুহাম্মদ হারীরী رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ বলেন: হে আবু কাসিম رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ! যদি আপনি শুয়ে পড়েন তবে কি সমস্যা? বললেন: এখনই সময়, যাতে কিছু নেকী অর্জন করে নিই, এরপর কি আর সুযোগ হবে। অতঃপর اللَّهُ أَكْبَرُ বললেন এবং তাঁর রুহ এই নশ্বর পৃথিবী থেকে উর্ধ্বকাশের দিকে উড়ে গেলো। এটাও বর্ণিত রয়েছে যে, যখন তাঁকে বলা হলো: হুয়ুর! নিজের প্রতি কিছুটা সদয় হোন, তখন বললেন: এখনই আমার আমলনামা বন্ধ করা হবে, এইসময় নেক আমলের প্রতি কে আমার চেয়ে বেশি অভাবগ্রস্থ হতে পারে। (উয়ুনুল হিকায়াত, ২৫০ পৃষ্ঠা আরবী)

কর জাওয়ানী মে ইবাদত কা হিলে আছি নেহী, যব বুড়া পা আ'গেয়া কুছ বাত বন পাতি নেহী।
হে বুড়া পা ভি গনিমত যব জাওয়ানী হো চুকি, ইয়ে বুড়া পা না হোগা মউত জিস দম আ'গেয়া।

(মিরাতুল মানাজিহ, ৩/১৬৭)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মনে রাখবেন! বুদ্ধিমানেরা না নিজের সময় নষ্ট করে এবং না অপরের সময়কেও নষ্ট করে বরং সে তো নিজের সময়ের মূল্য দেয়, নিজের কাজেই ব্যস্ত থাকে, সময়কে ভাল ভাল কাজে ব্যয় করে এবং অপরকে এর উৎসাহ দেয়, টাইম পাস (Time pass) কারীদের সংশোধন করে এবং অথথা কথা বলে ফেললে ফিকরে মদীনার মাধ্যমে নিজের কর্মের হিসাবও করে। এটিই সেই মাদানী চিন্তাধারা যে, যার স্পষ্ট প্রভাব আমাদের বুয়ুর্গানে দ্বীনদের رَحْمَةُ اللهِ الْمُبِينِ চরিত্রে উল্লেখযোগ্য ভাবে দেখা যায়। আসুন! উৎসাহ গ্রহণার্থে দু'টি ঈমান তাজাকারী ঘটনা শ্রবণ করি এবং শিক্ষণীয় মাদানী ফুল সংগ্রহ করি।

টাইম পাসকারীর সংশোধন

দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ১৩৯৩ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব “ইহইয়াউল উলুম” ২য় খন্ডের ৮-২৯ পৃষ্ঠায় রয়েছে: হযরত সায়্যিদুনা আবু আলী ফুযাইল বিন আয়ায رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ মসজিদে হারামে একা উপবিষ্ট ছিলেন, এক বন্ধু তাঁর নিকট আসলে তিনি তাকে আসার কারণ জিজ্ঞাসা করলেন, তিনি বললেন: হে আবু আলী! আমি আপনাকে সঙ্গ দেয়ার জন্য এসেছি। তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ বললেন: আল্লাহ্ তাআলার শপথ! এটা তো ভীতি প্রদর্শনমূলক কাজ! তুমি কি এটাই চাও যে, তুমি আমার জন্য নিজের ভাষাকে সুন্দর করবে, আমি তোমার জন্য নিজের ভাষাকে মার্জিত করবো, তুমি আমার জন্য মিথ্যা বলবে এবং আমি তোমার জন্যে মিথ্যা বলি? (সুতরাং উত্তম এতেই যে) হয়তো তুমি আমার নিকট থেকে চলে যাও নতুবা আমিই তোমার নিকট থেকে চলে যাই।

(ইহইয়াউল উলুম, ২/২৮৭, আরবী থেকে সংক্ষেপিত)

মুখতাচার সি জীন্দেগী হে ভাইয়ৌ!

নেকীয়াঁ কিজিয়ে না গাফলত কিজিয়ে। (ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৫০৯ পৃষ্ঠা)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

অযথা প্রশ্নের কাফফারা স্বরূপ এক বৎসর রোযা রাখলেন

দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ৫৬২ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব “মিনহাজুল আবেদীন” এর ১৭৩ পৃষ্ঠায় রয়েছে: হযরত সাযিয়্যুদুনা হাসসান বিন সীনান তাবেঈ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ এক বালাখানার (সুউচ্চ ঘর) পাশ দিয়ে গমন করছিলেন, তখন এর মালিক থেকে জিজ্ঞাসা করলেন: এই বালাখানা কতদিন হলো বানিয়েছো? এই প্রশ্নটি করে তিনি মনে মনে খুবই অনুশোচিত হলেন এবং নিজের নফসকে উদ্দেশ্য করে এভাবে বললেন: হে অহঙ্কারী নফস! তুমি অযথা এবং উদ্দেশ্যহীন প্রশ্ন করে মূল্যবান সময় কেন নষ্ট করো। অতঃপর এই অযথা প্রশ্নের কাফফারা স্বরূপ তিনি رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ এক বছর যাবৎ রোযা রাখেন। (মিনহাজুল আবেদীন, আল বাবুস সাগিস, আল ফসলুস সাগিস, ৬৫ পৃষ্ঠা আরবী)

নফস ইয়ে কিয়া যুলুম হে, জব দেখো তাজা জুরম হে,

না'তুয়ানোঁ কে সর পে ইতনা বোঝ ভারী ওয়াহ ওয়াহ! (হাদায়িকে বখশীশ, ১৩৪ পৃষ্ঠা)

কালামে রযার ব্যাখ্যা: আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ এই পংতিতে বলেন: হে অসৎ নফস! তোমার অত্যাচার ও নিপীড়নেরও এবার সীমাবদ্ধতা হয়ে গেলো! তুমি প্রতি মুহূর্ত আমার ভুলের মাঝে প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি করিয়ে যাচ্ছে এবং আমি দুর্বলচিত্ত বান্দার মাথায় গুনাহের ভারী বোঝা চাপিয়ে যাচ্ছে।

আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمْ এবং সময়ের গুরুত্ব

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! আমাদের বুয়ুর্গানে দ্বীনরা সময়কে কিরূপ সতর্কতার সাথে অতিবাহিত করতেন, যদি তাঁদের কোন বন্ধু শুধুমাত্র এই জন্যই আসতো যে, একটু মনোরঞ্জন হবে এবং কিছুক্ষণ টাইম পাসও হয়ে যাবে, তবে এই ব্যক্তির তাকে সময়ের গুরুত্বের মাদানী ফুল প্রদান করেন এবং সময় নষ্ট করার ক্ষতি সমূহ জানিয়ে তার সংশোধন করতেন। আজকের এই ফিতনা ফ্যাসাদের যুগে শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمْ اَلْعَالِيَةِ ও পূর্ববর্তী বুয়ুর্গানে কিরামের স্মরণকে সতেজকারী সেই মহান ব্যক্তিত্ব, যার প্রতিটি কর্ম আমাদের জন্য অনুসরণীয়। কেননা, তিনি دَامَتْ بَرَكَاتُهُمْ اَلْعَالِيَةِ তাঁর সময়কে একটি উত্তম পদ্ধতিতে

বন্টন করে নিয়েছেন, তাই নামায, অযীফা, বয়ান, মাদানী মুযাকারা, অধ্যয়ন, ধারাবাহিক রোযা রাখা, অধিক হারে নফল আদায়, মাদানী মাশওয়ারা, সাহারী ও ইফতার, মুরীদ, তালিব ও ভালবাসা পোষণকারী এবং ওলামা ও জনসাধারণের সাথে সাক্ষাৎ, চিঠি পত্রের উত্তর প্রদান, রোগীদের শুশ্রূষা, মৃতের আত্মীয় স্বজনদের সমবেদনা জ্ঞাপন করা, মাদানী কাজের উন্নতির জন্য দা'ওয়াতে ইসলামীর যিম্মাদারদের উৎসাহমূলক মাদানী ফুল প্রদান, নিজ পরিবারের প্রয়োজনীয়তা, নিজের সন্তানদের মাদানী প্রশিক্ষণের পাশাপাশি নাতি-নাতনীদের মাদানী প্রশিক্ষণ প্রদান, লেখনীর কাজ, বিশ্রাম এবং দৈনন্দিন জীবনের অসংখ্য বিষয়াদিকে তিনি বিভিন্ন সময়ে বন্টন করে দৃঢ়তার সহিত এর উপর আমল করা সময়ের গুরুত্ব প্রদানের এক উজ্জল দৃষ্টান্ত। তাঁর দ্বীনি ও সাংগঠনিক সফলতার উত্তম উদাহরণ হলো প্রায় ২০০টি দেশে দা'ওয়াতে ইসলামীর বার্তা পৌঁছে যাওয়া এবং ১০০টিরও বেশি বিভাগ প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি “কুফরীয়া কালেমাত কে বারে মে সাওয়াল জাওয়াব, গীবত কি তাবাকারীয়া, নেকীর দাওয়াত, ওয়াসায়িলে বখশীশ, বারটি রিসালার সমষ্টি নামাযের আহকাম, ফয়যানে সুন্নাত, পর্দা সম্পর্কিত প্রশ্নোত্তর” এবং ফিকহী মাসআলা, কবর ও আখিরাত, চিকিৎসা সম্বন্ধীয় এবং আরো অসংখ্য বিষয়ে উপর অসংখ্য বয়ান এবং মাদানী মুযাকারা আর হাজারো পৃষ্ঠা সম্বলিত লিখিত বিষয়বস্তুও রয়েছে। **اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ** তিনি **وَاَمَّا بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَةِ** মুসলমানদের মননে সময়ের গুরুত্বের অনুধাবন সৃষ্টির জন্য এবং তাদের মনে বুয়ুর্গদের মাদানী চেতনাকে স্থাপনের জন্য কুরআনী আয়াত, হাদীসে মোবারাকা, বুয়ুর্গদের বাণী সমূহ এবং উপদেশমূলক মাদানী ফুল সমৃদ্ধ “অমূল্য রত্ন” নামে একটি রিসালাও রচনা করেছেন, **اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ** অনুবাদ মজলিশের পক্ষ থেকে এই রিসালাটি বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদিত হয়েছে, তন্মধ্যে বাংলা, আরবী, ইংরেজী, গুজরাটি এবং সিন্ধি ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। আজই মাকতাবাতুল মদীনা থেকে এই রিসালাটি মূল্য পরিশোধের মাধ্যমে সংগ্রহ করে নিন, নিজেও পড়ুন এবং অপরকেও উপহার স্বরূপ পেশ করুন। দা'ওয়াতে ইসলামীর ওয়েব সাইট www.dawateislami.net থেকেও এই কিতাবটি পড়তে পারবেন, ডাউনলোড (Download) এবং প্রিন্ট আউট (Print Out)ও করতে পারবেন।

আল্লাহ তাআলার দয়ায় আমীরে আহলে সুন্নাত **وَأَمَّا بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَةِ** সময়ের গুরুত্ব দিয়েছেন এবং দা'ওয়াতে ইসলামীর সেই মহান গ্রহণযোগ্যতা অর্জিত হয়েছে যে, দুনিয়া জুড়ে দা'ওয়াতে ইসলামীর গুণগানের সাড়া পড়ে গিয়েছে এবং এর স্বীকারোক্তি ও উৎসাহ প্রদান করে শুধুমাত্র জনসাধারণ নয় বরং ওলামায়ে কিরামরাও কিছুটা এরূপ বাক্য ব্যবহার করেছেন:

তানহা চলা তু সাথ তেরে হো গেয়া জাহাঁ, মীঠা তেরা কালাম হে ইলইয়াস কা'দেবী।
হে দা'ওয়াতে ইসলামী কি দুনিয়া মে খু'ম ধাম, মকবুল তেরা কাম হে ইলইয়াস কা'দেবী।
সা'য়া হে তেরে সর পে দোয়ায়ে খোয়াস কা, তু মারজায়ে আওয়াম হে ইলইয়াস কা'দেবী।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

“মসজিদ দরস”

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যদি আমরাও চাই যে, শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত **وَأَمَّا بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَةِ** এর সহচর্যের বরকতে সময়ের গুরুত্বের ন্যায় মহান সম্পদ নসীব হয়ে যাক, তবে এক মুহূর্ত দেবী না করে আজই বরং এখনই সময়ের মূল্যদানকারী মহান, মসজিদ ভরো সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে ১২টি মাদানী কাজে অংশগ্রহণ করে দ্বীনের বার্তাকে প্রসার করার নিয়ত করে নিই, **إِنَّ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ** এর অসংখ্য বরকত নিজের চোখেই দেখবেন। ১২টি মাদানী কাজের মধ্যে একটি মাদানী কাজ হচ্ছে “মসজিদ দরস” **الْحَمْدُ لِلَّهِ عَزَّوَجَلَّ** মসজিদ দরস প্রদানকারী ও শ্রবণকারী কল্যাণের বিষয় শেখার অনেক সুযোগ পেয়ে থাকে, হযরত সায্যিদুনা কা'আবুল আহবার **رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ** থেকে বর্ণিত; আল্লাহ তাআলা হযরত সায্যিদুনা মূসা কলিমুল্লাহ **عَلَى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ السَّلَام** এর প্রতি ওহী প্রেরণ করলেন: হে মূসা! কল্যাণের বিষয় নিজেও শিখো এবং মানুষকেও শিখাও। কেননা, আমি কল্যাণের বিষয় নিজে শিখা ও অপরকে শিখানো ব্যক্তিদের কবরকে আলোকিত করবো, তাদের কোনরূপ ভয় থাকবে না। (হিলইয়াতুল আউলিয়া, কা'আবুল আহবার, ৬/৫, নম্বর-৭৬২২) জানা গেলো যে, ভাল ভাল নিয়ত সহকারে সুন্নাতে ভরা বয়ান করা বা দরস দেয়া এবং শ্রবণকারীর কবর আলোয় ঝলমল করবে আর তাঁদের কোনরূপ ভয় অনুভূত হবে না। **إِنَّ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ** আসুন! উৎসাহ গ্রহণার্থে মসজিদ দরসের একটি মাদানী বাহর শ্রবণ করি।

সিনেমার আশঙ্ক কিভাবে তাওবা করলো?

এক ইসলামী ভাইয়ের বর্ণনার সারমর্ম হচ্ছে; দা'ওয়াতে ইসলামীর সুবাশিত মাদানী পরিবেশে সম্পৃক্ত হওয়ার পূর্বে আমি সিনেমা নাটক দেখার প্রতি খুবই আশঙ্ক ছিলাম, আমার জীবনে কিছুটা এভাবে মাদানী বাহার আসলো যে, আমাদের এলাকার মসজিদে এক ইসলামী ভাই ফয়যানে সুন্নাতে থেকে দরস দিত, একদিন আমিও দরসে অংশগ্রহণ করলাম, আখিরাতে চেনা সমৃদ্ধ কথা শুনে আমার মনের অবস্থা পরিবর্তন হয়ে গেলো। এভাবেই প্রতিদিন ফয়যানে সুন্নাতে দরসে অংশগ্রহণ করা আমার অভ্যাসে পরিণত হয়ে গেলো এবং এভাবেই দা'ওয়াতে ইসলামীর সাথে সম্পৃক্ত আশিকানে রাসূলের সাথে সাক্ষাৎও নিয়মিত চলতে লাগলো। ইসলামী ভাইদের ইনফিরাদি কৌশিশের ফলে একবার আমার সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় অংশগ্রহণ করার সৌভাগ্য অর্জিত হলো। তিলাওয়াত, নাত ও সুন্নাতে ভরা বয়ান আমার মন ও মননকে প্রভাবিত করে। ইজতিমার শেষে যখন লাইট বন্ধ করে ইসলামী ভাইয়েরা একই আওয়াজে আল্লাহু তাআলার যিকির শুরু করলো তখন আমার নিজের অন্তর থেকে গুনাহের কৃষ্ণতা দূর হওয়া অনুভব হতে লাগলো। যিকিরের পর ভাবাবেশপূর্ণ দোয়া আমার অন্তরের দুনিয়ায় এক চেতনা প্রবিষ্ট করে দিলো। খোদাভীতিতে আমার দেহের প্রতিটি লোম কেঁপে উঠছিলো, আমি কেঁদে কেঁদে আপন রব (আল্লাহু) তাআলার দরবারে নিজের গুনাহ থেকে তাওবা করলাম এবং ভবিষ্যতে সুন্নাতে ভরা জীবন অতিবাহিত করার জন্য দা'ওয়াতে ইসলামীর সুবাশিত মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে গেলাম। (রুড়ে সঙ্গত কা ওবাল, ২০ পৃষ্ঠা)

এয় বিমারে ইসইয়াঁ তু আ'জা ইহাঁ পর,
শিক্ষায় মিলেঁ গী বলায়ে টলে গী,
গুনাহগারো আ'ও সীয়াকারো আ'ও,
ইহাঁ সুন্নাতেঁ সিখনে কো মিলেঁ গী,

গুনাহোঁ কি দেয় গা দাওয়া মাদানী মাহোল।
একিনান হে বরকত ভরা মাদানী মাহোল।
গুনাহোঁ কো দেয় গা ছুড়া মাদানী মাহোল।
দিলায়ে গা খউফে খোদা মাদানী মাহোল।

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৬৪৮ পৃষ্ঠা)

صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ!

সময় নষ্ট করার কতিপয় কাজ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমাদের সকলেরই উচিত, নিজের জীবনের মূল্যবান মুহূর্তগুলো অহেতুক কাজে নষ্ট না করে দাওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশে সম্পৃক্ত হয়ে দুনিয়া ও আখিরাতের সফলতা মূলক কাজ করা। কিন্তু আফসোস যে, আমরা আমাদের সময়কে নষ্ট করে তাতে লজ্জিত ও অনুশোচনা করার পরিবর্তে গর্ববোধ করে থাকি। তা কোন কোন অহেতুক কাজ, যাতে লিপ্ত হয়ে আমরা নিজেরদের মূল্যবান মুহূর্তগুলো নষ্ট করছি, অতঃপর আমাদের নিষ্ফলতার সম্মুখিন হতে হচ্ছে। আসুন! তা থেকে কতিপয় কাজ সম্পর্কে আরো শ্রবণ করি।

ইন্টারনেট (Internet)

সময় নষ্ট করার মাধ্যমগুলোর মধ্যে একটি বড় মাধ্যম হচ্ছে ইন্টারনেট, মনে রাখবেন! ইন্টারনেটের সঠিক ব্যবহার যেমনিভাবে অসংখ্য উপকার অর্জনের মাধ্যম, তেমনিভাবে এর ভুল এবং অপ্রয়োজনীয় ব্যবহারের কারণে অগণিত ক্ষতির সম্মুখীণও হতে হয়, যার মধ্যে সবচেয়ে বড় ক্ষতি হলো সময় নষ্ট হওয়া। অনেকে ইন্টারনেট, ফেইসবুক (Facebook) এবং ওয়াটস আপ (Whatsapp) ব্যবহারে এমন অভ্যস্ত হয়ে গেছে যে, এক মুহূর্তের জন্যও মোবাইল ফোন হাত ছাড়া করে না এবং মুহূর্তে মুহূর্তে নিজের ঘুমা, জাগা, শপিং করা, ভাল খাবার দাবার এবং অন্যান্য বিষয়াদি তার বন্ধুদের মাঝে শেয়ার (Share) করে থাকে, নির্লজ্জতা ও অশ্লিলতার সীমাতিক্রম করে পর্দাহীন নারীরাও পেছনে থাকার পক্ষে নেই, তারাও নিজেদের অযথা ছবি (Picture) প্রকাশ করাকে গর্ব মনে করে থাকে। আমাদের নতুন প্রজন্ম (New Genretion) ইন্টারনেটের খারাপ ব্যবহারে এতই লিপ্ত হয়ে গেছে যে, তারা ঘন্টার পর ঘন্টা এতে নষ্ট করে দেয়। যদি কোনদিন ব্যবহার করতে না পারে তবে অশ্চর্যজনক চঞ্চলতা অনুভব করে এবং টাইম পাস হয় না। একটু ভাবুন তো! কোনদিন কুরআনে পাকের তিলাওয়াত করতে না পারার কারণে এরূপ চঞ্চলতা ও উদাসীনতা হয়েছিলো? এমনিভাবে যদি ইশরাক ও চাশত বা তাহাজ্জুদের নফল আদায় না হওয়ার কারণে এরূপ চঞ্চলতা হয়েছিলো? আহ! যদি আমাদের কোনআনের তিলাওয়াতের ইচ্ছা ও আগ্রহ নসীব হয়ে যেতো! আহ! যদি আমাদের অধিকহারে ইবাদত করার তৌফিক নসীব হয়ে যেতো!

হযরত সাযিয়্যুনা আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا থেকে বর্ণিত; নবীয় করীম, রউফুর রহীম, রাসূলে আমীন صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: “আমার উম্মতের মধ্যে উত্তম লোক হলো, কুরআনের ধারক এবং রাত জেগে আল্লাহ্ তাআলার ইবাদতকারীরাই।”

(আত তারগীব ওয়াত তারহিব, কিতাবুন নাওয়াফিল, আত তারগীব ফি কিয়ামুল লাইল, নম্বর-২৭, ১ম খন্ড, ২৯৩ পৃষ্ঠা)

ইবাদত মে গুযরে মেরী জীন্দেগানী,

করম হো করম ইয়া খোদা ইয়া ইলাহী! (ওয়সায়িলে বখশীশ, ১৮২ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَيَّ الْحَبِيْبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيَّ مُحَمَّدٍ

মোবাইল ফোন

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যেকোন ইন্টারনেটের সঠিক ব্যবহারের মাধ্যমে অসংখ্য দ্বীনি এবং দুনিয়াবী উপকারীতা অর্জিত হতে পারে, তেমনি মোবাইল ফোনের প্রয়োজনীয় ব্যবহারও আমাদের ব্যবসায়ী কর্মকাণ্ড, আত্মীয় স্বজনের সাথে সম্পর্ক রাখা, বন্ধু বান্ধবের সাথে সাক্ষাৎ এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় কাজে আমাদের সহায়ক। কিন্তু আমরা একে সময় নষ্ট করার সম্ভবত একটি যন্ত্র মনে করে রেখেছি, বিশেষকরে যুবক ছেলে এবং যুবতী মেয়েরা একে খারাপ এবং অযথা ব্যবহার করে পুরো পুরো দিন ভিডিও গেইম খেলা আর অযথা sms পাঠাতে থাকে, যাতে অহেতুক ঠাট্টা, প্রেম কাব্য, চরিত্র নষ্টকারী এবং অনেক সময়তো শরীয়াত বিরোধী বাক্যও হয়ে থাকে, যার কারণে কুফরের হুকুম আবশ্যিক হয়ে পড়ে। আরো যে, sms পড়ে مَعَاذَ اللهِ عَزَّوَجَلَّ খুশি প্রকাশ করে অন্যকেও পাঠিয়ে (Forward) থাকে। মনে রাখবেন! এরূপ পুরো দিন মোবাইল ফোনের ব্যবহারের ফলে দৃষ্টিশক্তি দুর্বল হওয়া, লেখাপড়ার ক্ষতি, চিন্তাভাবনার ক্ষমতা হ্রাস, টাকা ও জীবনের মূল্যবান মুহূর্তগুলো নষ্ট হওয়ারও কারণ হয়। যদি আমাদের নিকট মোবাইল ফোন থাকে তবে আমাদের নিজের টাকা এবং মূল্যবান সময় বাঁচিয়ে এর সঠিক ব্যবহার করা উচিত। মোবাইল ফোনে গান শনার পরিবর্তে মাকতাবাতুল মদীনার শাখা থেকে নাত, তিলাওয়াত এবং আমীরে আহলে সুন্নাতে, নিগরানে শুরা ও অন্যান্য দাওয়াতে ইসলামীর মুবাল্লিগের সুন্নাতে ভরা বয়ান, ফরয জ্ঞানের কোর্স, ইলমে দ্বীনে ভরপুর বিভিন্ন মূল্যবান মাদানী ফুলের সুগন্ধিতে

সুরভিত মাদানী মুযাকারার মেমোরী কার্ড মূল্য পরিশোধের মাধ্যমে সংগ্রহ করণ এবং মনযোগ সহকারে শ্রবণ করণ। জি হ্যাঁ! জ্ঞানার্জনের আকাঙ্ক্ষীদের জন্য দাওয়াতে ইসলামীর আইটি মজলিশের পক্ষ থেকে বিভিন্ন এ্যাপ্লিকেশনস ও (Applications) প্রবর্তন করা হয়েছে, যেমন “মাওলানা মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী, আলহাজ্ব ওবাইদ রযা আত্তারী, মাওলানা মুহাম্মদ বিলাল রযা আত্তারী, হাজী মুহাম্মদ ইমরান আত্তারী, আওকাতুস সালাত (Prayer time), আল কুরআনিল করীম, রুহানী ইলাজ, মাদানী ইনআমাত, মাদানী চ্যানেল, মাদানী খাকা, দরুল ইফতা আহলে সুন্নাত”, হজ্ব ও ওমরা, যেহেনী আযমাইশ (কুইজ এ্যাপ্লিকেশনস) Zehni Azmaish (Quiz App)” ইত্যাদি, এ্যাপ্লিকেশনস (Applications) এর মাধ্যমেও জ্ঞানের অশেষ ভান্ডার অর্জিত হবে। إِنَّ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ

খেলাধূলায় সময় নষ্ট করা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সময় নষ্টকারী কাজগুলোর মধ্যে একটি কাজ হলো খেলাধূলায় মন্দ অভ্যাস, বিভিন্ন ধরনের খেলাধূলা ও শারীরিক কসরত আমাদের যুব সমাজের ক্ষমতা ও উপযুক্ততাকে উইপোকাকার ন্যায় খেয়ে যাচ্ছে। আজ যেদিকে তাকাই না কেন, খেলাধূলায় অনুরাগীই দেখা যায় এবং এই আগ্রহে দক্ষতা অর্জন করে প্রসিদ্ধি লাভেরও স্বপ্ন দেখে, কেউ ক্রিকেটে আবার কেউবা ফুটবলে নাম কামাতে চায়, কেউ হকি, টেবিল টেনিসের প্রসিদ্ধ খেলোয়ার হওয়ার সোনালী স্বপ্ন দেখে, কেউবা শ্লোকর, কেরাম বোর্ডে নিজেকে চ্যাম্পিয়ান মনে করে, কেউবা ঘুড়ি উড়ানো, জুয়া, তাস এবং আরো না জানি কেমন কেমন আজব আজব খেলার সৌখিন দেখা যায়। ক্রিকেটের অনেক আগ্রহীকে এমনও দেখা যায় যে, সারা রাত ক্রিকেট খেলে, চিৎকার চেচামেচি করে এবং মুসলমানের বিশ্রামে বাঁধার সৃষ্টি করে। আর ফযরের নামায না পড়েই ঘুমিয়ে পড়ে এবং সারা দিন ঘুমিয়ে কাটিয়ে দেয়। আল্লাহ তাআলা আমাদের এরূপ খেলা থেকে দূরে রাখুন, যা তাঁর এবং তাঁর প্রিয় রাসূল صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর অসম্ভষ্টি বা সময় নষ্ট হওয়ার কারণ হয়, আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে তাঁর ইবাদত ও কুরআনে করীমের তিলাওয়াত করার প্রেরণ দান করুক। أَمِينٌ يَجَاءُ النَّبِيَّ الْأَمِينِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

ইবাদত মে গুযরে মেরী জীন্দেগানী,

করম হো করম ইয়া খোদা ইয়া ইলাহী! (ওয়সায়িলে বখশীশ, ১০৫ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَيَّ الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيَّ مُحَمَّد

খারাপ কাজে লিপ্ত থাকা ও খারাপ সঙ্গ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যারা সময়ের মূল্য সম্পর্কে জানে, তারা সময়কে নষ্ট করার পরিবর্তে নিজের প্রত্যেকটি কাজ সঠিক সময়ে করার প্রতি অভ্যস্ত হয়। তাঁদেরকে সমাজে সম্মানের দৃষ্টিতে দেখা হয় এবং যারা অলসতার কারণে নিজের কাজকেই দেরীতে করে থাকে, তারা কোন উল্লেখযোগ্য মর্যাদা অর্জন করতে পারে না এবং নিজের সময়কে আলাদাভাবে নষ্ট করে দেয়। অনেকের কাজে তো এমন মনে হয় যে, যেন তাদের জীবনের কোন উদ্দেশ্যও নাই, বন্ধুদের সাথে অলিতে-গলিতে, মহল্লায়-বাজারে খারাপ কাজে লিপ্ত থাকা, প্রতিদিন নিজের সময় ও টাকা খরচ করে বিনোদনের স্পটে যাওয়া এবং গুনাহে লিপ্ত হওয়া, গলির কোণে, চায়ের দোকানে ঘন্টার পর ঘন্টা অযথা গল্পগুজব করা, সারা দিন সিনেমা দেখা, কানে হেড ফোন লাগিয়ে দুনিয়া থেকে আলাদা হয়ে গান শুনা ইত্যাদি কাজ করে তো মনে হয় যে, আমরা আমাদের জীবনের লক্ষ্যকেই একেবারে ভুলে গেছি বা আমরা জানিও না যে, আমাদের জন্মের উদ্দেশ্য কি। মনে রাখবেন! আমাদের এই জীবন একারণে দেয়া হয়নি যে, আমরা একে দুনিয়ার রং তামাশা ও আনন্দ বিহ্বলতায় অতিবাহিত করবো, বরং আমাদের আল্লাহ তাআলার ইবাদত এবং তাঁর আহকামের ইপর আমল করা ও তাঁর অবাধ্যতা মূলক কাজ থেকে বেঁচে থাকার জন্যই দুনিয়াতে পাঠানো হয়েছে। আমরা এই সুযোগ নিশ্বাস অব্যাহত থাকা পর্যন্তই পাবো।

সময়ে মহান গুণগ্রাহী, আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ

কতই না সুন্দর ভাবে বুঝাচ্ছেন:

আল্লাহ্ আল্লাহ্ কে নবী সে,	ফরিয়াদ হে নফস কি বদী সে।
দিন ভর খেলোঁ মে খাক উড়ায়ী,	লাজ আয়ী না যররোঁ কি হাসি সে।
শব ভর সোনে হি সে গরয থি,	তা'রোঁ নে হাজার দাঁত পিয়সে।
ঈমান পে মউত বেহতর আও নফস,	তেরী নাপাক জীন্দেগী সে।

(হাদায়িকে বখশীশ, ১৪৫ পৃষ্ঠা)

পংতিগুলোর সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা:

আল্লাহ্ তাআলা এবং তাঁর প্রিয় রাসূল ﷺ এর দরবারে নফসে আশ্রয় নিলে অনিষ্ট থেকে বাঁচার ফরিয়াদ। হে নফস! তোমার লজ্জা করে না যে, সারাদিন খেলাধুলায় লিপ্ত থেকে সময় নষ্ট করছো এবং বালির কণা পর্যন্ত তোমায় উপহাস করছে আর যখন রাতে আল্লাহ্ তাআলার নেক বান্দাগণ উঠে আল্লাহ্ তাআলার ইবাদতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে, তুমি তখনও উদাসীনতার ঘুমে অচেতন, ঘুমানো ছাড়া তোমার আর কোন কাজই কি নেই, তোমার এই উদাসীনতার কারণে আকাশের নক্ষত্ররা তোমাকে দণ্ডপেষণ করছে, হে অপদস্ত নফস! অবাধ্যতায় এভাবে জীবিত থাকার চেয়ে, ঈমান সহকারে মরে যাওয়া হাজারো ধাপে উত্তম।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নিঃসন্দেহে এই জীবন কয়েকদিনের, যদি আমরা একে উদ্দেশ্যহীন কাজে নষ্ট করে দেয়ার পরিবর্তে প্রতিটি কাজকে তার নির্দিষ্ট সময়ে করি, গুনাহ থেকে বিরত থেকে নেকীর মাঝে অতিবাহিত করি, তবে আমাদের দুনিয়াও ভাল ও আখিরাতও উত্তম হয়ে যাবে। আমাদের পূর্ববর্তী বুয়ুর্গরা সময়ের বড়ই গুরুত্বদানকারী ছিলেন, তাইতো আজ পর্যন্ত তাঁদের আলোচনা সাধারণ ও বিশেষ সবার মুখেই চলে আসছে, যেমন সাহাবায়ে কিরাম, পবিত্র আহলে বাইত, তাবেঈন, তাবেঈন رَضْوَانُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ, আউলিয়াগণ, মুহাদ্দিসগণ, মুফাসসীরগণ, ফকীহগণ এবং সুফীগণ ইত্যাদি সেই মহান ব্যক্তিত্ব, যাদের আলোচনা করা আমরা আমাদের জন্য সৌভাগ্যের কারণ মনে করি এবং তাঁদের নাম আসতেই মুখে অনায়াসেই رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ এবং رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ চলে আসে, কেন? এই জন্যই যে, তাঁরা সময়ের গুরুত্ব ও মূল্য সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। আসুন! সময়ের গুণগ্রাহী কয়েকজনের বাণী শ্রবণ করে উপদেশের মাদানী ফুল সংগ্রহ করি:

সময়ের গুণগ্রাহীদের বাণী সমূহ

- আমীরুল মু'মিনীন হযরত মাওলায়ে কায়েনাত, আলীউল মুরতাদা, শেরে খোদা كَرَّمَ اللَّهُ تَعَالَى وَجْهَهُ الْكَرِيمِ বলেন: “এই দিনগুলো তোমার জীবনের পৃষ্ঠা স্বরূপ, একে উত্তম আমল দ্বারা অলঙ্কৃত করো।”

২. হযরত সায্যিদুনা আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ বলেন: “আমি নিজের জীবনের অতিবাহিত হওয়া সেই দিনগুলোর সমান কোন কিছুতেই এতো লজ্জিত নই, যে দিনগুলো আমার নেক আমলে বৃদ্ধি করা থেকে বঞ্চিত ছিলো।”
৩. হযরত সায্যিদুনা ইমাম শাফেয়ী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ বলেন: “আমি একটি সময় পর্যন্ত আল্লাহ্ ওয়ালাদের সহচর্যে ফয়য অর্জন করছিলাম, তাঁদের সহচর্যে আমি দু’টি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় শিখেছি। (১) সময় হচ্ছে তলোয়ারের ন্যায়, তুমি একে (নেক আমলের মাধ্যমে) কাটো, নতুবা (অহেতুকতায় লিপ্ত করে) এটি তোমাকে কেটে দিবে। (২) নিজের নফসের হিফায়ত করো, যদি তুমি একে ভাল কাজে ব্যস্ত না রাখো, তবে এটি তোমাকে কোন খারাপ কাজে ব্যস্ত করে দেবে।”
৪. ইমাম রাযী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ বলেন: “আল্লাহ্‌র শপথ! খাবার খাওয়ার সময় জ্ঞান চর্চা (লিখনী বা অধ্যয়ন) করা থেকে বঞ্চিত হওয়াতে আমার খুবই আফসোস হয়। কেননা, সময় খুবই মূল্যবান সম্পদ।” (অমূল্য রত্ন, ১৬-১৭ পৃষ্ঠা)
৫. হযরত সায্যিদুনা ইমাম আবু যাকারিয়া ইহইয়া বিন শরফ নাওয়াবী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ কখনো নিজের সময় নষ্ট করতেন না, না দিনে, না রাতে এমনকি পথ চলতেও কোন না কোন কিতাব অধ্যয়ন বা পুনরাবৃত্তি অব্যাহত রাখতেন। এমনভাবে তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ কয়েক বছর জ্ঞানার্জনে অতিবাহিত হয়। তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ সময়কে পরিবর্তন করে রেখেছিলেন। পুরো সময়ই কল্যাণের (নেক) কাজে ব্যয় হতো, লিখন ও সংকলন, পাঠদান, নফল, তিলাওয়াতে কুরআন, আখিরাতের বিষয়ে চিন্তা ভাবনা, নেকীর দাওয়াত দেয়া এবং মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করার কাজে তাঁর সময় নির্দিষ্ট ছিলো। (ফয়যানে রিয়ামুস সালেহীন, ১৪ পৃষ্ঠা, সংক্ষেপিত)

হে ইহাঁ সে তুঝ কো জানা এক দিন, কবর মে হোগা ঠিকানা এক দিন।
 মূহ খোদা কো হে দিখানা এক দিন, আব না গাফলত মে গানওয়ানা এক দিন।
 এক দিন মরনা হে আখির মউত হে, কর লে জু করনা হে আখির মউত হে।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

সময়ের গুরুত্ব দেয়ার পদ্ধতি

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এতক্ষণ আমরা সময় নষ্টকারী কাজ এবং সময়ের গুরুত্ব প্রদানকারীদের বাণী শ্রবণ করার সৌভাগ্য অর্জন করেছি। যা শুনে সময়ের গুরুত্ব প্রদানের উৎসাহ সৃষ্টি হয়েছে হয়তো। এই উৎসাহকে আরো বৃদ্ধি করতে কয়েকটি এমন পদ্ধতি শ্রবণ করি, যার উপর আমলের বদৌলতে আমাদের দৃঢ়তা নসীব হতে পারে।

❁ মোবাইল ফোন ও ইন্টারনেটের অপ্রয়োজনীয় ব্যবহার থেকে বিরত থাকুন এবং প্রয়োজনে সাধারণ এবং সস্তা মোবাইল ব্যবহার করুন। ❁ যথাসম্ভব লিখে কথা বলার অভ্যাস গড়ুন, নতুবা অল্প শব্দে কথাবার্তা বলার চেষ্টা করুন। ❁ সময়ের গুরুত্বের চেতনা বাড়ানোর জন্য নিজেকে অধিক পরিমাণ নেকীর কাজে ব্যস্ত রাখুন এবং পুরো দিনের একটি রুটিন (Schedule) বানিয়ে নিন, যাতে অহেতুক এবং সময় নষ্টকারী কাজ অন্তর্ভুক্ত থাকবে না। ❁ ভোরে তাড়াতাড়ি উঠে সম্ভব হলে তাহাজ্জুদের নামায আদায় করুন। ❁ ঘরের এবং বাইরের লোকদের সাদায়ে মদীনার মাধ্যমে ফযরের নামাযের জন্য জাগিয়ে দিন। ❁ ফযরের নামাযের পর মাদানী হালকায় অংশগ্রহণ করে কুরআনে করীমের তিন আয়াত তিলাওয়াত, অনুবাদ ও তাফসীর সহ শুনে এর বরকত অর্জন করুন, ফযযানে সুন্নাহের দরস, শাজারায়ে কাদেরীয়া রযবীয়া আভারীয়া এবং ইশরাক ও চাশতের নফলও আদায় করুন। নাশতা করার পর দিনের ব্যস্ততায় যেমন; জামেয়াতুল মদীনা ইত্যাদিতে জ্ঞানার্জন করুন, বা নিজের পরিবার পরিজনের ভরন পোষণের জন্য হালাল রিযিক উপার্জনে ব্যস্ত হয়ে পড়ুন। এর মাঝে যোহর ও আসরের নামায জামাআত সহকারে আদায় করুন, মাগরীবের নামায জামাআত সহকারে আদায় করার পর দরস ও বয়ানে অংশগ্রহণ করুন, এরপর আওয়াবীদের নফলও আদায় করুন অতঃপর ইশার নামাযের পর প্রাপ্তবয়স্কদের মাদরাসাতুল মদীনায় সঠিক উচ্চারণ সহকারে কুরআনে পাক শিখুন এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় কাজ সেরে তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়ার অভ্যাস গড়ুন, অকারণে বেশি রাত পর্যন্ত জেগে থাকতে ফযরের নামাযের জন্য উঠতে অলসতা হবে। এই রুটিন ছাড়াও পুরোদিন অযথা কথাবার্তা থেকে বাঁচার জন্য মুখের কুফলে মদীনা লাগান, অবসর মুহর্তগুলোতে অধিকহারে যিকির ও দরুদ শরীফ

পাঠ করুন, সিনেমা নাটক এবং গুনাহেপূর্ণ বিভিন্ন চ্যানেল দেখার পরিবর্তে ১০০% ইসলামী চ্যানেল, মাদানী চ্যানেল দেখুন এবং পরিবার পরিজনদেরও এর উৎসাহ দিন। জি হ্যাঁ! মাদানী চ্যানেলই একমাত্র চ্যানেল, যা আপনি যুবক ছেলে মেয়েদের সাথে একত্রে বসে দেখতে পারবেন, ছুটির দিনে খেলাধুলায় সময় নষ্ট করার পরিবর্তে আহ! যদি উম্মতে মুসলিমার নিকট নেকীর দাওয়াত পৌঁছানোর নিয়তে ‘মাদানী দাওয়া’য় অংশগ্রহণের সৌভাগ্য হয়ে যায়! যদি এভাবে আমরা রুটিন বানিয়ে এই অনুযায়ী আমল করি, তবে **إِنَّ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ** আমাদের সময় অযথা কাজে নষ্ট হওয়ার পরিবর্তে নেকীতে অতিবাহিত হবে।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমাদের প্রিয় আক্কা, মদীনা ওয়ালা মুস্তফা **صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** এর মোবারক সময়ের বন্টন প্রক্রিয়া কিরূপ ছিলো? সময়ের সঠিক ব্যবহার কিভাবে হবে? অল্প সময়ে বেশি পরিমাণ দ্বীনের খেদমত কিভাবে করা যায়? ইবাদত ও রিয়াযতকে নিজের রুটিনে কিভাবে অন্তর্ভুক্ত করা যায়? রুটিনের গুরুত্ব ও উপকারীতা কি? রুটিনে কি ঘরে কাজকর্মও অন্তর্ভুক্ত হওয়া চাই? বুয়ুর্গানে দ্বীনদের মোবারক জীবনের রুটিন কিরূপ হতো, দাওয়াতে ইসলামীর যিম্মাদারগণ নিজের রুটিন কিভাবে বানাবেন? রুটিন বানানোতে কি কি নিয়ত হওয়া চাই, এ সকল বিষয় জানার জন্য “আক্কা কা জাদওয়াল” রিসালাটি অধ্যয়ন করুন, এই রিসালাটি দাওয়াতে ইসলামীর ওয়েব সাইট www.dawateislami.net এ বিদ্যমান রয়েছে, এই রিসালাটি শীঘ্রই মাকতাবাতুল মদীনায় বাংলা ভাষায় পাওয়া যাবে। **إِنَّ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ**

ইবাদত মে গুযরে মেরী জীন্দগানী,

করম হো করম ইয়া খোদা ইয়া ইলাহী! (ওয়সায়েলে বখশীশ, ১০৫ পৃষ্ঠা)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! **الْحَمْدُ لِلَّهِ عَزَّوَجَلَّ** জমাদিউল আখির বরকতময় মাস আমাদের মাঝে তার বরকত ছড়াচ্ছে, এই মাসটি একারণেও আমাদের জন্যগুরুত্ব বহন করে যে, এই মোবারক মাসে তিন জন মহান ব্যক্তিত্বের ওরশ উদযাপন করা হয়, যার মধ্যে ১ম ব্যক্তিত্ব হচ্ছে, আশিকে আকবর, আশিকে মাহে রিসালত, গুহার

সাথী ও মায়ারের সাথী হযরত সায্যিদুনা সিদ্দিকে আকবর رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ, অপরজন হচ্ছেন হযরত সায্যিদুনা যুবের বিন আওয়াম رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ, যিনি আশারায়ে মুবাশশারার عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان মধ্যে একজন অর্থাৎ যে ১০জন সাহাবায়ে কিরামকে মক্কী মাদানী আক্বা صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ নিজের সত্যনিষ্ঠ যবান মোবারক দ্বারা দুনিয়াতেই জান্নাতের সুসংবাদ দান করেছিলেন এবং তৃতীয় জন হচ্ছেন মহান ব্যক্তিত্ব, প্রসিদ্ধ সূফী বুয়ুর্গ হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত সায্যিদুনা ইমাম মুহাম্মদ গায়ালী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ। আজকের বয়ানে আসুন! বরকত অর্জনের উদ্দেশ্যে হযরত সায্যিদুনা যুবের বিন আওয়াম رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ এবং হযরত সায্যিদুনা ইমাম মুহাম্মদ গায়ালী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ এর সংক্ষিপ্ত আলোচনা শ্রবণ করবো। আগামী সাপ্তাহিক ইজতিমার বয়ানে হযরত সায্যিদুনা সিদ্দিকে আকবর رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ এর মোবারক জীবনের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে আলোচনার সে্যভাগ্য অর্জন করবো। যেমন তাঁর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি, তাঁর আচার-আচরণ, রিসালতের দরবারে তাঁর স্থান ও মর্যাদা, জান্নাতে তাঁর উষঃ অভ্যর্থনা, দ্বীনের জন্য তাঁর সম্পদ দান, তাঁর নেকীর দাওয়াত দেয়ার পদ্ধতি, তাঁর রোযার প্রতি ভালবাসা, তাঁর রোগীদের শুশ্রূষা ও কল্যাণ কামনা ইত্যাদি।

সায়্যিদুনা যুবের বিন আওয়াম رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ এর পরিচিতি

হযরত সায্যিদুনা যুবের বিন আওয়াম رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ এর মোবারক জীবন ইসলামের উন্নতি ও রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর বিশ্বস্ততায় অতিবাহিত হয়েছে, তিনি হুয়র صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর ফুফী হযরত সায্যিদাতুনা সুফীয়া رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا এর শাহজাদা, হযরত সায্যিদাতুনা খাদীজা رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا এর ভাতীজা, আমীরুল মু'মিনীন হযরত সায্যিদুনা সিদ্দিকে আকবর رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ এর জামাতা, ইসলামের স্তম্ভের মধ্যে একটি স্তম্ভ, জান্নাতে আক্বা صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর প্রতিবেশী, আহত অবস্থায় রাসূল صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর আদেশে লাক্বাইক বলা ব্যক্তিত্ব, নিজের গোত্রে সবচেয়ে উত্তম, নবীয়ে করীম صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর প্রিয়, রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর সমর্থনে ও নিরাপত্তায় সর্বপ্রথম তলোয়ার উত্তোলনকারী, সাহসী মল্লবীর ছিলেন এবং সাহসী মায়ের সন্তান ছিলেন, তাছাড়া সততা, সফল ব্যবসায়ী, দান ও সদকা প্রদানকারী, একনিষ্ঠতা, খোদাভীতি সমৃদ্ধ,

হাদীসে পাক বর্ণনা করাতে সতর্কতা অবলম্বনের পাশাপাশি অনেক মহান গুণের অধিকারী ছিলেন। তাঁর ওফাত দিবস হলো ১১ই জমাদিউল আখির এবং এই তারিখেই তাঁর ওরশ মোবারক উদযাপন করা হয়।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

সায়্যিদুনা ইমাম মুহাম্মদ গাযালী رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ এর পরিচিতি

হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মুহাম্মদ গাযালী رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ এর জীবনের দিনগুলো জাহেরী ও বাতেনী জ্ঞানার্জন ও জ্ঞান বন্টনে অতিবাহিত হয়, জ্ঞানার্জনে তিনি দূর দূরান্তের দেশ এবং শহরের সফর করেন, তিনি তাঁর যুগের প্রসিদ্ধ ও পরিচিত ওস্তাদদের নিকট থেকে বিভিন্ন জ্ঞান ও বিজ্ঞানে দক্ষতা অর্জন করেন এবং কয়েকটি জ্ঞান ও বিজ্ঞানে অসংখ্য কিতাব ও রিসালা লিপিবদ্ধ করেন, যার মধ্যে ইহইয়াউল উলুম, কীমিয়ায়ে সা'আদাত, মিনহাজুল আবেদীন, আইয়ুহাল ওয়ালাদ অধিক প্রসিদ্ধ। তাঁর অসংখ্য ছাত্র ছিলো, যাঁদের মধ্যে অধিকাংশই নিজ যুগের বড় ও প্রসিদ্ধ আলিম, ফকীহ, মুহাদ্দিস, মুফাসসীর ও লিখক হিসেবে প্রসিদ্ধ হয়েছিলেন। তিনি অনেক বড় আবিদ ও যাহিদ, সাধাসিধে ও নশ্রতা প্রিয়, দুনিয়ার প্রতি উদাসীন এবং আখিরাতের চিন্তাশীল, খোদাভীরুতা ও ইশকে মুস্তফার মহান দৌলতে ধনবান ছিলেন। জাহেরী ও বাতেনী রোগের পক্ষিলতা থেকে তাঁর স্বত্তা সর্বদা পবিত্র ও পরিস্কার ছিলো। তাঁর ওফাত দিবস হচ্ছে ১৪ই জমাদিউল আখির এবং এই তারিখেই তাঁর ওরশ শরীফ উদযাপন করা হয়।

دَاوُيَاةِ اَلْحَسَنُ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ইসলামীর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক হযরত সায়্যিদুনা ইমাম গাযালী رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ এর উর্দু অনুবাদিত এই কিতাবগুলো মূল্য পরিশোধে সংগ্রহ করে তা অধ্যয়ন করুন, إِنَّ شَاءَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ জ্ঞান ও প্রজ্ঞার অসংখ্য অমূল্য মুক্তো খুঁজে পাবেন, যেমন ইহইয়াউল উলুম, মিনহাজুল আবেদীন, মুকাশাফাতুল কুলুব, আইয়ুহার ওয়ালাদ (বেটে কো নসীহত) ইত্যাদি।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আজকের বয়ানে আমরা সময়ের মূল্য ও গুরুত্ব সম্পর্কে কুরআনী আয়াত, হাদীস শরীফ এবং বুয়ুর্গানে দ্বীনদের হিকমতেপূর্ণ ঘটনা ও কর্মসূচী এবং নসীহতে ভরা বাণী শ্রবণ করার সৌভাগ্য অর্জন করেছি। আজকের বয়ানে যে মাদানী ফুলগুলো আমরা শুনলাম, আসন! তা আরেকবার পুনরাবৃত্তি করে নিই, যেন মনের মাঝে গেঁথে যায়। আমরা শুনলাম; ❁ অতিবাহিত হওয়া সময় আর ফিরে আসে না। ❁ সময় হচ্ছে আল্লাহ তাআলার অনেক বড় নেয়ামত। ❁ সময়ের মূল্যদানকারীদের উন্নতি নসীব হয়েছে। ❁ সময়ের গুরুত্ব ও মূল্যকে কুরআন ও হাদীসে খুবই মনমুগ্ধকর ভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। ❁ আমাদের বুয়ুর্গানে দ্বীনরা মৃত্যুর সময়ও নিজের মূল্যবান মুহূর্তকে নষ্ট করা পছন্দ করতো না। ❁ টাইম পাসকারী এবং আরাম প্রিয়দের সম্পর্কে শুনলাম যে, তারা তাদের মূল্যবান সময়কে কিভাবে নষ্ট করে থাকে। ❁ সময়ের গুণগ্রাহীরা সময় নষ্ট হওয়াতে আফসোস প্রকাশ করতেন এবং সাথে সাথে এর ক্ষতিপূরণ দিতেন। ❁ সময়ের গুণগ্রাহীরা সময় নষ্ট হওয়ার ভয়ে অল্প খেতেন। ❁ বেশি সময় অধ্যয়ন করে কাটাতেন এবং অধিকাংশ সময় দ্বীন কাজে ব্যস্ততায় অতিবাহিত করতেন। ❁ সময়ের গুণগ্রাহীরা রাত দিন একটি নির্দিষ্ট রুটিন অনুযায়ী অতিবাহিত করতেন। ❁ এটাও জানা গেলো যে, সময় এবং সমাজকে নষ্ট করাতে মোবাইল ফোন ও ইন্টারনেটের অনেক বেশি ভূমিকা রয়েছে।

ওমর বদীযুঁ মে সারি গুয়ারী,
বখশ মাহবুব কা ওয়াসেতা হে,

হায়! ফির ভি নেহী শরমসারি।

ইয়া খোদা ভুব সে মেরী দোয়া হে।

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ১৩৭ পৃষ্ঠা)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বয়ান শেষ করার পূর্বে সুন্নাতের ফযীলত এবং কতিপয় “সুন্নাত ও আদব” বয়ান করার সৌভাগ্য অর্জন করছি। মদীনার তাজেদার, হুযুরে আনওয়ার صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: “যে ব্যক্তি আমার সুন্নাতকে ভালবাসলো সে (মূলত) আমাকে ভালবাসলো, আর যে আমাকে ভালবাসলো সে আমার সাথে জান্নাতে থাকবে।” (মিশকাতুল মাসাবীহ, ২য় খন্ড, ৫৫ পৃষ্ঠা, হাদীস-১৭৫)

উন সব মুবাঞ্জিগৌ কে খোয়াবৌ মে আব করম হো,

আকা জু সুনাতৌ কি খেদমত বাজা রাহে হে। (ওয়াসায়িলে বখশীশ, ২৯৯ পৃষ্ঠা)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

সুরমা লাগানোর সুনাত ও আদব

আসুন! শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুনাত মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী যিয়ায়ী رَضِيَ اللهُ عَنْهُ এর রিসালা “১০১ মাদানী ফুল” এর ১৯ পৃষ্ঠা থেকে সুরমা লাগানোর সুনাত ও আদব শিখি: ফরমানে মুস্তফা صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: “সকল সুরমার চাইতে উত্তম সুরমা হচ্ছে “ইসমাদ”। কেননা, এটা দৃষ্টিশক্তি বৃদ্ধি করে এবং পালক গজায়।”

(সুনানে ইবনে মাজাহ, ৪র্থ খন্ড, ১১৫ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৩৪৯৭)

✿ পাথুরী সুরমা ব্যবহার করাতে অসুবিধা নেই এবং কালো সুরমা কিংবা কাজল রূপচর্চার নিয়তে পুরুষের লাগানো মাকরুহ। আর যদি রূপচর্চা উদ্দেশ্যে না হয় তবে মাকরুহ নয়। (ফতোওয়ায়ে আলমগিরী, ৫ম খন্ড, ৩৫৯ পৃষ্ঠা) ✿ শয়ন করার সময় সুরমা লাগানো সুনাত। (মিরআতুল মানাজিহ, ৬ষ্ঠ খন্ড, ১৮০ পৃষ্ঠা) ✿ সুরমা ব্যবহারের বর্ণিত তিনটি পদ্ধতির সারাংশ উপস্থাপন করছি: (১) কখনো উভয় চোখে তিন তিন শলাই (২) কখনো ডান চোখে তিন শলাই এবং বাম চোখে দুই শলাই, (৩) অথবা কখনো উভয় চোখে দুই বার করে অতঃপর সবশেষে এক শলাই সুরমা লাগিয়ে পরপর উভয় চোখে লাগান। (শ্যাবুল ঈমান, ৫ম খন্ড, ২১৮-২১৯ পৃষ্ঠা) ✿ এরূপ করাতে إِنَّ شَاءَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ তিনটার উপরই আমল হয়ে যাবে। ✿ সম্মানজনক যত কাজ রয়েছে সব কাজই আমাদের প্রিয় আকা, মক্কী মাদানী মুস্তফা, হযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ডান দিক থেকে শুরু করতেন, তাই সর্বপ্রথম ডান চোখে সুরমা লাগাবেন এরপর বাম চোখে।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

বিভিন্ন সুনাত শিখার জন্য মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ২টি রিসালা, ২৪ পৃষ্ঠা সম্বলিত “১০১ মাদানী ফুল” এবং ৪৩ পৃষ্ঠা সম্বলিত “১৬৩ মাদানী ফুল” হাদিয়া দিয়ে সংগ্রহ করে পাঠ করুন। সুনাত প্রশিক্ষণের একটি সর্বোত্তম মাধ্যম হচ্ছে দা’ওয়াতে ইসলামীর মাদানী কাফেলায় আশিকানে রাসূলের সাথে সুনাতের ভরা সফর করা।

ইলম হাসিল করো, জাহিল যায়িল করো, পাও গে রাহাতে, কাফেলে মে চলো।

সুন্নাতে সিখনে, তিন দিন কে লিয়ে, হার মাহিনে চল্লে, কাফেলে মে চলো।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

দা'ওয়াতে ইসলামীর সপ্তাহিক ইজতিমায় পঠিত ৬টি দরুদ শরীফ ও ২টি দোয়া

(১) বৃহস্পতিবার রাতের দরুদ শরীফ:

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الْحَبِيبِ
الْعَالِي الْقَدْرِ الْعَظِيمِ الْجَاهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ

বুয়ুর্গরা বলেছেন: যে ব্যক্তি প্রত্যেক জুমার রাতে (বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত) এ দরুদ শরীফ নিয়মিতভাবে কমপক্ষে একবার পাঠ করবে মৃত্যুর সময় তাজেদারে মদীনা, হযুর পুরনূর صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর যিয়ারত লাভ করবে এবং কবরে প্রবেশ করার সময় এটাও দেখবে যে, রহমতে আলম, নূরে মুজাস্‌সম صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ আপন রহমতপূর্ণ হাতে তাকে কবরে রাখছেন।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, আস সালাতুস সাদিসাতু ওয়াল খামসুন, ১৫১ পৃষ্ঠা থেকে সংকলিত)

(২) সমস্ত গুনাহের ক্ষমা:

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَسَلِّمْ

হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ থেকে বর্ণিত; নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: “যে ব্যক্তি এ দরুদ শরীফ পাঠ করবে যদি সে দাঁড়ানো থাকে তবে বসার পূর্বে আর বসা থাকলে দাঁড়ানোর পূর্বে তার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।” (আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, আস সালাতুল হাদীয়াতু আশারা, ৬৫ পৃষ্ঠা)

(৩) রহমতের ৭০টি দরজা:

صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

যে ব্যক্তি এ দরুদ শরীফ পাঠ করবে তার উপর রহমতের ৭০টি দরজা খুলে দেয়া হয়। (আল কুউলুল বদী, দ্বিতীয় অধ্যায়, ২৭৭ পৃষ্ঠা)

(৪) ছয়লক্ষ দরুদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব:

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا فِي عِلْمِ اللَّهِ

صَلَاةً دَائِمَةً بَدْوَامِ مُلْكِ اللَّهِ

হযরত আহমদ সাভী رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ কতিপয় বুয়ুর্গদের থেকে বর্ণনা করেন: এ দরুদ শরীফ একবার পাঠ করলে ছয়লক্ষবার দরুদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব অর্জন হয়। (আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায্যিদিস সাদাত, আস সালাতুস সানিয়াতু ওয়াল খামসুন, ১৪৯ পৃষ্ঠা)

(৫) নবী করীম ﷺ এর নৈকট্য লাভ:

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضَى لَهُ

একদিন এক ব্যক্তি আসলো হযরে আনওয়ার صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ তাঁকে নিজের এবং সিদ্দীকে আকবর رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ এর মাঝখানে বসালেন এতে সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আশ্চর্যাব্বিত হলেন যে এ সম্মানিত লোকটি কে! যখন তিনি চলে গেলেন তখন হযুর পুরনুর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করলেন: “সে যখন আমার উপর দরুদ শরীফ পাঠ করে তখন এভাবে পড়ে।” (আল কুউলুল বদী, প্রথম অধ্যায়, ১২৫ পৃষ্ঠা)

(৬) দরুদে শাফায়াত:

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

উম্মতের শাফায়াতকারী, নবী করীম, রাউফুর রাহীম صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: “যে ব্যক্তি এভাবে দরুদ শরীফ পাঠ করবে, তার জন্য আমার শাফায়াত (সুপারিশ) ওয়াজীব হয়ে যায়।”

(আত তারগীব ওয়াত তারহীব, কিতাবুয যিকর ওয়াদ দোয়া, ২, ৩২৯, হাদীস নং- ৩০)

(১) এক হাজার দিনের নেকী:

جَزَى اللهُ عَنَّا مُحَمَّدًا مَا هُوَ أَهْلُهُ

হযরত সাযিদ্দুনা ইবনে আব্বাস رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا থেকে বর্ণিত, মক্কী মাদানী আক্বা, উভয় জাহানের দাতা صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: “এ দোয়া পাঠকারীর সন্তরজন ফিরিশতা এক হাজার দিন পর্যন্ত নেকী সমূহ লিখতে থাকেন।”

(মাজমাউয যাওয়ানিদ, কিতাবুল আদইয়াহ, বাবু কাইফিয়াতুস সালাত...শেষ পর্বন্ত, ১০/২৫৪, হাদীস নং- ১৭৩০৫)

(২) যেন শবে কদর পেয়ে গেলো:

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْكَرِيمُ الْكَرِيمُ سُبْحَانَ اللَّهِ

رَبِّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ

সহনশীল দয়ালু আল্লাহ্ ব্যতীত ইবাদতের উপযোগী কেউ নেই। আল্লাহ্ তাআলা পবিত্র, যিনি সপ্ত আসমান ও আরশে আযীমের মালিক ও প্রতিপালক।

ফরমানে মুস্তাফা صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: যে ব্যক্তি রাতে এ দোয়া তিনবার পড়ে নিবে সে যেন শবে কদর পেয়ে গেলো। (তারীখে ইবনে আসাকীর, ১৯/৪৪১৫)